অশোক কুমার গুপ্তা এবং আরেকজন

বনাম

মেসার্স সিতালক্ষি সাহুমালা মেডিকেল ট্রাস্ট এবং অন্যান্যরা

(২০২০ সালের দেওয়ানি আপিল নং ১৯১৭)

৩ই মার্চ, ২০২০

[উদয় উমেশ ললিত এবং বিনীত সারন, বিচারপতিদ্বয়]

দেওয়ানী কার্যবিধি অধিনিয়ম, নাগরিক কার্যবিধি, ১৯০৮ – ধারা ৯২ – আপিলকারী-বাদীগণ (স্বামী ও স্ত্রী), যারা প্রথম প্রতিপক্ষ ট্রাস্টের ট্রাস্টি, একটি সর্বজনীন দাতব্য ট্রাস্ট – ট্রাস্ট দলিলে চারজন ট্রাস্টি হলেন বাদীগণ এবং প্রতিপক্ষ নং ২ ও ৩ (প্রথম বাদীর পিতা-মাতা এবং তাঁর ভাই- প্রতিপক্ষ নং ৪) – ট্রাস্টের প্রশাসনের জন্য একটি স্কিম প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মামলা দায়ের করা হয় – মামলার মধ্যে উল্লেখ করা হয় যে, প্রথম বাদী একজন যোগ্য সার্জন এবং চতুর্থ প্রতিপক্ষ যাঁর কোনো চিকিৎসাগত যোগ্যতা/দক্ষতা নেই, তিনিই ট্রাস্ট ও হাসপাতালের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন এবং ট্রাস্টের উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছিল না; এবং বাদীগণকে ট্রাস্টি বোর্ড থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল – উপর্যুক্ত মামলার সাথে সাথে, বাদীগণ দেওয়ানী কার্যবিধি -র ধারা ৯২ অনুযায়ী মামলা দায়েরের অনুমতির আবেদন করেন – ধারা ৯২ অনুসারে অনুমতি প্রদান করা হয় – প্রতিপক্ষ নং ২ অনুমতি প্রত্যাহারের আবেদন করেন – অনুমতি প্রত্যাহার করা হয়নি – প্রতিপক্ষগণ রিভিশন পিটিশন দায়ের করেন – মঞ্জুর হয় – রায়: ধারা ৯২ প্রয়োগের জন্য তিনটি শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক – স্বীকারোক্তিভাবে, সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টটি জনসাধারণের জন্য দাতব্য প্রকৃতির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত – এছাড়াও, বাদীপক্ষ মামলায় উল্লেখ করেছেন যে ট্রাস্টটি ব্যক্তিগত পারিবারিক ট্রাস্ট হিসেবে পরিচালিত হচ্ছিল; এর উদ্দেশ্য উপেক্ষিত হচ্ছিল; এবং দক্ষ ব্যক্তিদের মাধ্যমে এর প্রশাসনের জন্য একটি সঠিক স্কিম প্রণয়নের প্রয়োজন ছিল – আরও বলা হয়েছিল যে, বাদীগণকে ট্রাস্টি বোর্ড থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং বর্তমান ট্রাস্টিদের মধ্যে কেউই চিকিৎসা পেশাজীবী নন – এই প্রেক্ষিতে প্রধান প্রতিকার যা চাওয়া হয়েছিল তা হল একটি যথাযথ প্রশাসনিক প্রকল্প প্রণয়ন এবং প্রথম বাদীসহ অন্যান্য চিকিৎসা পেশাজীবী ও জনসাধারণের মধ্যে থেকে ট্রাস্টিদের নিয়োগ – প্রথম বাদীর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে এই প্রতিকার চাওয়া হয়েছে বলা যাবে না – উপরোক্ত প্রতিকার চাওয়া হয়েছিল, যাতে ট্রাস্ট,

যা জনসাধারণের জন্য চিকিৎসা ও সংশ্লিষ্ট পরিষেবা উপলব্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এমন ট্রাস্টিদের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে, যারা এই দায়িত্ব পালনে যোগ্য – যদি একটি ট্রাস্ট, যা একটি হাসপাতাল স্থাপন করেছে, তার যথাযথ প্রশাসনের জন্য চিকিৎসা পেশাজীবী এবং জনসাধারণের মধ্যে থেকে ট্রাস্টি নিয়োগ করে একটি সঠিক প্রশাসনিক কাঠামো প্রণয়নের জন্য অনুরোধ করা হয়, তাহলে বিষয়টি অবশ্যই ধারা ৯২ এর আওতায় পড়বে – উচ্চ আদালতের গৃহীত মতামত বাতিল করা হল – জেলা আদালতের রায় পুনঃস্থাপন করা হল।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

আদেশঃ ১.১. বিধির ৯২ ধারার আহ্বান এবং উক্ত ধারার অধীনে একটি পদক্ষেপ বজায় রাখার জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে, যথা, যে ট্রাস্টটি দাতব্য বা ধর্মীয় প্রকৃতির জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে; এই ধরনের ট্রাস্টের প্রশাসনে আস্থা ভঙ্গ বা আদালতের নির্দেশ প্রয়োজন; এবং দাবি করা ত্রাণটি উক্ত ধারায় বর্ণিত ত্রাণগুলির মধ্যে একটি বা একাধিক, ফলস্বরূপ, যদি এই তিনটি শর্তের যে কোনও একটি সন্তুষ্ট না হয়, তবে বিষয়টি উক্ত ধারা ৯২-এর আওতার বাইরে থাকবে। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, এটি স্বীকার করা হয় যে সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টটি দাতব্য প্রকৃতির জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় শর্তের ক্ষেত্রে, অভিযোগের ২১ অনুচ্ছেদে একটি মামলা করা হয়েছে যে একটি সরকারি দাতব্য ট্রাস্ট একটি বেসরকারি পারিবারিক ট্রাস্ট হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে; ট্রাস্টের উদ্দেশ্য উপেক্ষা করা হচ্ছে; এবং যোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে ট্রাস্টের প্রশাসনের জন্য একটি যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দ্বিতীয় শর্তটিও পূরণ করা হয়েছে। তৃতীয় শর্তের ক্ষেত্রে, যে ত্রাণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তা বৈচিত্র্যময় যা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রশাসনের যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন, কিছু ট্রাস্টিকে অপসারণ এবং চিকিৎসা পেশা থেকে এবং জনসাধারণ থেকে নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ত্রাণের জন্য অন্তর্ভুক্ত। [অনুচ্ছেদ ১৩,১৪] |৯৯৫ ই-এইচ; ৯৯৬ এ-ডি]

১.২ বর্তমান বিষয়টিতে, আপিলকারী নম্বর ১ তথা প্রথম বাদী একজন যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসা পেশাজীবী হিসেবে ট্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং যেটি নিয়ে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা হলো আপিলকারীদের ট্রাস্টি বোর্ড থেকে অপসারণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে যে সমস্ত ট্রাস্টি রয়েছেন, তাদের মধ্যে কেউই চিকিৎসা পেশার সঙ্গে যুক্ত নন। এই প্রেক্ষিতেই প্রধান প্রতিকার হিসেবে চাওয়া হয়েছে

ট্রাস্টের সঠিক ও কার্যকর পরিচালনার জন্য একটি উপযুক্ত প্রশাসনিক প্রকল্প রচনার এবং চিকিৎসা পেশাজীবী ও জনসাধারণের মধ্য থেকে ট্রাস্টি নিয়োগের। "প্রথম বাদী সহ" অভিব্যক্তিটি এই প্রসঙ্গে বুঝতে হবে যে প্রথম বাদী, একজন যোগ্য চিকিৎসা পেশাদার হিসাবে, প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ট্রাস্টের সাথে যুক্ত ছিলেন কিন্তু এখন তা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে ত্রাণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তা প্রথম বাদীর ব্যক্তিগত অধিকারকে সমর্থন করার প্রকৃতির বলে বলা যায় না। যা প্রার্থনা করা হয়েছিল তা ছিল প্রশাসনের একটি যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য যাতে সাধারণ মানুষের কাছে চিকিৎসা ও সম্পর্কিত পরিষেবাগুলি উপলব্ধ করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্টটি ট্রাস্টিদের মাধ্যমে তার সমস্ত উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে এবং অর্জন করতে পারে যারা নিজেরাই এই ধরনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যোগ্য। ২১ নং অনুচ্ছেদ থেকে দৃশ্যমান বিষয়টির সারমর্ম এবং সেইসঙ্গে মামলায় দাবি করা প্রধান স্বস্তির বিষয়টি স্পষ্ট যে যা উস্কে দেওয়া হয়েছিল তা হল জনস্বার্থ, যে ট্রাস্ট একটি হাসপাতাল স্থাপন করেছিল, তার ক্ষেত্রে যদি ট্রাস্টের যথাযথ ও কার্যকর প্রশাসনের জন্য চিকিৎসা পেশা থেকে এবং জনসাধারণের কাছ থেকে ট্রাস্টি নিয়োগের মাধ্যমে প্রশাসনের যথাযথ সুযোগ গঠনের জন্য অনুরোধ করা হয়, তবে বিষয়টি অবশ্যই কোডের ৯২ ধারার আওতায় পড়বে। হাইকোর্টের দৃষ্টিভঙ্গি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এবং জেলা আদালত যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান মাদপ্পা বনাম এম. এন. মহান্তদেভারু এবং অন্যান্যরা [১৯৬৬] ২ এস. সি. আর. ১৫১-অনুসরণ করেন।

বিশ্বনাথ এবং আনার বনাম শ্রী ঠাকুর রাধাবল্লভজি ও অন্যান্য, [১৯৬৭] ২ এস. সি. আর ৬১৮; সুগ্রা বিবি বনাম হাজী কুম্মু মিয়া [১৯৬৯] ৩ এস. সি. আর ৮৩-এর উপর নির্ভরশীল।

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৬৬] ২ এসসিআর ১৫১	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
[১৯৬৭] ২ এসসিআর ৬১৮	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২ (ক)
[১৯৬৯] ৩ এসসিআর ৮৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৩ (খ)

দেওয়ানি আপিলের এখতিয়ার: ২০২০ সালের ১৯১৭ নং দেওয়ানি আপিল।

২০১৩ সালের (PD) নং ২৭০৮-এ মাদ্রাজের হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ৩০.০৪.২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভুত।

কে. ভি. বিশ্বনাথন, গুরু কৃষ্ণ কুমার, প্রবীণ আইনজীবী , প্রদীপ আগরওয়াল, লাল প্রতাপ সিং, শোভিত তিওয়ারি, উমেশ প্রতাপ সিং, অর্জুন আগরওয়াল, যশ রাজ, অপূর্ব সিংহল, মিসেস রুচি কোহলি, শ্রীধর, বি রঘুনাথ, অরুণ মোঝি, বিজয় কুমার, আইনজীবীরা উপস্থিত দলগুলির জন্য।

আদালত কর্তৃক রায় প্রদান করেছিলেন

উদয় উমেশ ললিত, বিচারপতি

১) অনুমতি মঞ্জুর করে,

২) এই আপিল ২০১৩ সালের সি. আর. পি. (পি. ডি.) -এ মাদ্রাজের হাইকোর্ট বিচার বিভাগের কর্তৃক গৃহীত তারিখের চূড়ান্ত রায় এবং আদেশকে বিরোধিতা করে।

৩) ২০১২ সালের মূল মামলা নং ৫৬৬ বর্তমান আপিলকারীরা কোয়েম্বাটোরের জেলা বিচারকের আদালতে দায়ের করেছিলেন, যেখানে মৌলিক তথ্যগুলি নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছেঃ

"III) দ্বিতীয় বাদী হলেন প্রথম বাদীর স্ত্রী। প্রথম বাদী হলেন বিবাদী ২ ও ৩-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। চতুর্থ বিবাদী হলেন বিবাদী ২ ও ৩-এর ছোট ছেলে এবং ৫ম বিবাদী হলেন তার স্ত্রী। ষষ্ঠ বিবাদী হলেন বিবাদী ৪ ও ৫-এর কন্যা। ৭ম বিবাদী হলেন পরিবারের জামাতা এবং তিনি প্রথম বাদীর বোন এবং চতুর্থ বিবাদীকে বিয়ে করেছেন। বাদী হলেন প্রথম বিবাদী ট্রাস্টের ট্রাস্টি এবং ট্রাস্টের বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তি এবং ১ম বিবাদী ট্রাস্টের প্রশাসনের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরির জন্য বর্তমান মামলা দায়ের করছেন, যা একটি পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাস্ট।

IV) দ্বিতীয় বিবাদী ১৯৫৯ সালে কোয়েম্বাটুরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং তিনি এম/ এস ইন্ডিয়া রোলার ফ্লাওয়ার মিলস নামক ফার্ম পরিচালনা করছিলেন। প্রথম বাদী ছিলেন শিক্ষাগতভাবে একজন ভালো ছাত্র এবং তিনি মেধাক্রমের ভিত্তিতে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন এবং তিনি কোয়েম্বাটুর মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং চেন্নাইয়ের মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজ থেকে এম.এস. ডিগ্রি অর্জন করেন এবং তাই তিনি একজন যোগ্যতাসম্পন্ন সার্জন যিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

V) তার ভবিষ্যৎ এবং একজন ডাক্তার হিসেবে তার ক্যারিয়ারের কথা মাথায় রেখে, দ্বিতীয় বিবাদী একটি হাসপাতাল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন, যাতে প্রথম বাদী তার পেশা চালিয়ে যেতে পারেন। তবে, হাসপাতালটি একটি দাতব্য হাসপাতাল হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল। ট্রাস্টের লেখক হিসেবে দ্বিতীয় বিবাদী ০৯.০৪.১৯৮০ তারিখের নিবন্ধিত ট্রাস্ট দলিলের অধীনে প্রথম বিবাদী ট্রাস্ট,

এম/এস সীতালক্ষ্মী সাহুওয়ালা মেডিকেল ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। ট্রাস্ট দলিলের একটি অনুলিপি এখানে উপস্থাপন করা হল এবং মূলটি দ্বিতীয় বিবাদীর সাথে এবং বাকি নথিপত্রের সাথে রয়েছে।

VI) ট্রাস্টের উদ্দেশ্যগুলি প্রকরণ ১-তে বর্ণিত হয়েছে যা সংক্ষেপে হাসপাতাল, সার্জিক্যাল হোম; স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ, নার্সিং হোম, মাতৃসদন এবং ডিসপেনসারি স্থাপন এবং পরিচালনায় সহায়তা করে আর্থিক সহায়তা এবং অনুদান প্রতিষ্ঠা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রদান করা এবং হাসপাতালগুলিকে সজ্জিত করা এবং আনুষাঙ্গিক এবং যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সরবরাহ করা।

VII) বাদী সম্মানের সাথে বলেছেন যে প্রথম বিবাদী ট্রাস্টটি দরিদ্র নাগরিকদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি বিবেচনা করা হয়েছিল যে প্রথম বাদী যিনি একজন যোগ্য চিকিৎসা অনুশীলনকারী হয়েছিলেন তিনি প্রতিষ্ঠানটির দেখাশোনা করবেন এবং হাসপাতাল পরিচালনা করবেন যেখানে হাসপাতালের একটি অংশ দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিচালিত হতে পারে এবং প্রথম বাদী তার পরামর্শ এবং সমাজের মানুষের সেবা করার জন্য ভর্তি রোগীদের চিকিৎসা করতে পারবেন।

VIII) এটি গুরুত্বপূর্ণ যে ট্রাস্টের দলিলের অধীনে নিযুক্ত চার ট্রাস্টি বাদী এবং বিবাদী উভয়ই ২ এবং ৩ এবং তাদের আজীবনের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিবাদী হলেন ম্যানেজিং ট্রাস্টি এবং প্রথম বাদীকে যুগ্ম ব্যবস্থাপনা ট্রাস্টি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল, ধারা ১০ অনুসারে।

IX) ২৩.০৩.১৯৮১ তারিখের আরেকটি দলিলের মাধ্যমে ০৯.০৪.১৯৮০ তারিখের ট্রাস্ট দলিলের একটি সংশোধনী আনা হয়েছিল। উদ্দেশ্যগুলি ছাড়াও, বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান, এতিমখানা পরিচালনা এবং দরিদ্রদের বিবাহ সম্পাদনে সহায়তা করার জন্য আরও উদ্দেশ্যগুলি আনা হয়েছিল। কিন্তু এই অতিরিক্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির কিছুই কখনও সম্পাদিত হয়নি।

X) ১৫.০৩.১৯৮৫ তারিখের আরেকটি দলিলের মাধ্যমে, ট্রাস্ট দলিলের আরও উদ্দেশ্যগুলি আনা হয়েছিল যার মূল উদ্দেশ্যগুলির সাথে কোনও প্রাসঙ্গিকতা ছিল না। ২৪.১১.১৯৮৬ তারিখের একটি নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমেও ট্রাস্ট দলিলের একটি সংশোধনী আনা হয়েছিল যার মাধ্যমে ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল।

xii) ট্রাস্ট ০৮.০৪.১৯৮৫ তারিখের একটি বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে কাউলি ব্রাউন রোডে ৩৩ সেন্ট পরিমাণ জমি কিনেছিল এবং একটি হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছিল এবং

এটি ১৯৮৭-৮৮ সালে প্রথম বিবাদী ট্রাস্ট দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম বাদী ২০০৩-০৪ সাল পর্যন্ত এই হাসপাতালের প্রশাসন দেখাশোনা করছিলেন। গত এক দশকের পরবর্তী ঘটনাবলী নীচে বর্ণনা করা হয়েছে.....”

৪) ২০০৩-০৪ সালের পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয় এবং বিস্তারিতভাবে জানানো হয় যে, আপিলকারী নং ১ এর ভাই, যার হাসপাতাল পরিচালনা এবং ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য কোনও চিকিৎসা যোগ্যতা বা দক্ষতা ছিল না, তিনি ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন এবং ট্রাস্টের উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছিল না; এবং আপিলকারীদের ট্রাস্টি বোর্ড থেকে অপসারণের দাবি জানানো হয়েছিল। অবশেষে, বলা হয়:-

XXL) বাদীরা বলেন যে, এই মাননীয় আদালতের ১ নং উত্তরদাতা ট্রাস্টের বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ করার এবং যোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে ট্রাস্টের প্রশাসনের জন্য একটি যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় এসেছে, যাতে ট্রাস্টের উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়িত হয়। বিবাদীরা পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাস্টকে রাবার স্ট্যাম্প ট্রাস্টি সহ একটি বেসরকারী পারিবারিক ট্রাস্টে রূপান্তরিত করছে যাতে তারা ট্রাস্টের সম্পত্তি এবং ট্রাস্ট থেকে আয় থেকে জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়। বিবাদীরা ট্রাস্টের উদ্দেশ্যগুলিকে উপেক্ষা করার জন্য এবং হাসপাতালকে ব্যবসায়িক উদ্যোগে রূপান্তরিত করে ট্রাস্টের প্রকৃত আয়কে দমন করে ট্রাস্টের আয়ের অপব্যবহার করার জন্য দোষী। নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য একটি স্কিম তৈরি করা প্রয়োজনঃ

১. ট্রাস্টের প্রশাসন যথাযথ হাতে থাকা উচিত এবং হাসপাতালটি যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসকদের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।

২. বিবাদী ট্রাস্ট দ্বারা কোনও দাতব্য কাজ করা হয় না এবং গত ৫ বছর ধরে উক্ত উদ্দেশ্যে নথি তৈরি ও মনগড়া করা হয়। কোনও বিনামূল্যে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয় না এবং সরবরাহ করার অনুমতি দেওয়া হয় না। শুধুমাত্র ১নং' বাদী রোগীদের বিনামূল্যে পরামর্শ দেন।

৩. ট্রাস্টের কোনও নিয়মিত সভা পরিচালিত হয় না এবং বৈঠকগুলি যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য কোনও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। কোনও প্রস্তাব পাস করা হয় না এবং কার্যবিবরণী নথিভুক্ত করা হয় না।

৪. ট্রাস্ট দ্বারা প্রাপ্ত প্রকৃত আয় হিসাব করা হয় না এবং এটি ২ থেকে ৫ জন উত্তরদাতা র দ্বারা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য অপব্যবহার করা হয়। সংগৃহীত নগদ অর্থ পরের দিন অবিলম্বে জমা করা হয় না বরং ৪ * উত্তরদাতা দ্বারা ব্যবহার করা হয়।

৫. বিবাদী ২ ও ৪-এর ইচ্ছা অনুযায়ী ট্রাস্টি নিয়োগ ও অপসারণ করা হয় এবং কোনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয় না।

৬) চিকিৎসক এবং রোগীদের কাছ থেকে প্রায়শই অভিযোগ উঠছে যে চতুর্থ বিবাদী বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ দাবি করছে এবং গ্রহণ করছে এবং প্রথম বাদীকে অবহিত করা হয়েছে চতুর্থ বিবাদীর কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে এবং তাকে তার পথ সংশোধন করার নির্দেশ দিতে, হাসপাতালের সুনাম রক্ষা করতে।

৭) বিবাদীরা প্রতিদিন হাসপাতালে এসে তদারকি করে না। প্রথম বাদীকে হাসপাতালের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে বাধা দেওয়া হয়। সঠিক হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না।

৮) বিবাদীরা অব্যবস্থাপনা, অপব্যবহারের জন্য দোষী এবং তারা বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য দোষী এবং তারা পদ দখলের যোগ্য নয়। ৮ম বিবাদী হলেন ১ম বিবাদী ট্রাস্টের ব্যাংকার এবং ১ম বিবাদী ৮ম বিবাদীর সাথে তার অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করছেন। ৮ম বিবাদী তাই অ্যাকাউন্ট পরিচালনা এবং উদ্ধরণের কারণে একটি উপযুক্ত পক্ষ।

৫. এই পরিস্থিতিতে, আপিলকারীরা মামলায় নিম্নলিখিত প্রতিকারের জন্য আবেদন করেছেন:-

"ক) ১ম বিবাদী ট্রাস্ট, মেসার্স সীতালক্ষ্মী সাহুওয়ালা মেডিকেল ট্রাস্টের জন্য একটি যথাযথ প্রশাসনিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে, বিবাদী ২ থেকে ৬ জনকে অপসারণ করে এবং ১ম বাদী এবং চিকিৎসা পেশা থেকে এবং জনসাধারণের কাছ থেকে অন্যান্য ট্রাস্টিদের সহ নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ করে, যাতে ১ম বিবাদী ট্রাস্টের সম্পত্তি নিযুক্ত নতুন ট্রাস্টিদের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

খ) ৬ষ্ঠ বিবাদীকে ট্রাস্টি হিসেবে নিয়োগ বাতিল এবং অবৈধ ঘোষণা করা এবং ৬ষ্ঠ বিবাদীকে ১ম বিবাদী ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করতে বাধা দেওয়ার জন্য স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করা।

গ) ট্রাস্ট বোর্ড থেকে বাদীদের অপসারণের জন্য গৃহীত পদ্ধতি বাতিল, অবৈধ এবং অসৎ ঘোষণা করা এবং ২ থেকে ৬ষ্ঠ বিবাদীকে ট্রাস্ট বোর্ড থেকে বাদীদের অপসারণ বা পুনর্গঠন থেকে বাধা দেওয়ার জন্য স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করা। আদালতের অনুমতি ছাড়াই ট্রাস্ট বোর্ড।

ঘ) ৭ম বিবাদীকে ট্রাস্টি হিসেবে নিয়োগ করা থেকে বিবাদীদের স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এবং ৭ম বিবাদীকে ১ম বিবাদী ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করা থেকে বিরত রাখার জন্য

ঙ) প্রথম বিবাদী ট্রাস্টের হিসাব একজন স্বাধীন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা নিরীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া এবং বিবাদী ২ এবং ৪-কে ট্রাস্টের কাছে তাদের পাওনা যতটুকু পাওনা পাওয়া যায়, তা প্রথম বিবাদী ট্রাস্টকে পরিশোধ করার জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা।

চ) প্রথম বিবাদী ট্রাস্টের সম্পদের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য একজন রিসিভার নিয়োগ করা এবং তা পরিচালনা করা এবং স্কিম অনুসারে নিযুক্ত ট্রাস্টিদের কাছে তা অর্পণ করা।

ছ) মামলার খরচ বাদীর হাতে প্রদান করা।

৬) উপরোক্ত মামলার সাথে, আপিলকারীরা ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ৯২ (সংক্ষেপে 'বিধি ') এর অধীনে মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়ে ২০১২ সালের আইএ নং ১৪১৬ দায়ের করেছিলেন। ৩১.০৭.২০১২ তারিখের আদেশে, জেলা জজ, কোয়েম্বাটুর কোডের ধারা ৯২ এর অধীনে ছুটি মঞ্জুর করেন। এর পরপরই, উত্তরদাতা নং ২, ৩১.০৭.২০১২ তারিখের পূর্বোক্ত আদেশের মাধ্যমে আপিলকারীদের প্রদত্ত ছুটি বাতিলের জন্য ২০১২ সালের আইএ নং ১৪৩৫ দায়ের করেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, বলা হয়েছিল যে আবেদন বা আবেদনের সমর্থনে কোনও হলফনামা এই ধরনের ছুটি মঞ্জুর করার কোনও যথাযথ কারণ প্রকাশ করেনি। বিষয়টির বিরোধিতা করা হয়েছিল। জেলা আদালত ২৭.১১.২০১২ তারিখের আদেশে রায় দিয়েছে যে আপিলকারীরা প্রাথমিকভাবে একটি মামলা করেছেন এবং ইতিমধ্যে মঞ্জুর করা ছুটি বাতিল করার কোনও প্রয়োজন নেই। জেলা আদালত, তাই, ২০১২ সালের আইএ নং ১৪৩৫ খারিজ করে দেয়, কারণ এর মধ্যে রয়েছে:

"১৮. মামলার ১৮ নং অনুচ্ছেদে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ৪ জন আসামী তার জীবিকা নির্বাহের জন্য ট্রাস্টের হাসপাতাল পরিচালনা করেন এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আয়ের অর্থ আত্মসাৎ করেন। অভিযোগ করা হয়েছে যে, গত বহু বছর ধরে ট্রাস্টিদের কোনও সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।

উত্তরদাতা হাসপাতাল পরিচালনার জন্য যোগ্য এবং যোগ্য নন। ৯ নং অনুচ্ছেদে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ট্রাস্ট দলিলের বিধান লঙ্ঘন করে ৬ষ্ঠ আসামীকে ট্রাস্টি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হিসাব পাস এবং নিরীক্ষক নিয়োগের জন্য কোনও বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।

২০) .... মামলার ক্ষেত্রে, স্বীকার করতেই হবে যে ১ম বাদী একজন ডাক্তার। তার যোগ্যতা সার্জারিতে স্নাতকোত্তর। ২য় বাদী তার স্ত্রী।

তারা ট্রাস্টের প্রথম ট্রাস্টি। এটি নিরাপদে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ট্রাস্টে তাদের আগ্রহ রয়েছে। অতএব এটি বলা যায় না যে মামলাটি দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিদের দ্বারা দায়ের করা হয়েছে। স্বীকার করা যায় যে ট্রাস্টটি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল। এটি আদালতের নজরে আনা হয়েছে যে মূল ট্রাস্টের উদ্দেশ্যগুলি কোনও কর্তৃত্ব ছাড়াই সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধনীর বৈধতা বিচারের পরে দেখা যেতে পারে। একইভাবে ট্রাস্টি নিয়োগের বিষয়ে সংশোধনী বিচারের সমাপ্তির পরেও সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। "কে-রাজসেকরন বনাম এম রাজেন্দ্রন ১"-এ বলা হয়েছে যে "যদি না একটি শক্তিশালী মামলা তৈরি করা হয়, সাধারণত আদালতের অনুমতি দেওয়া উচিত যাতে প্রমাণ নথি করার পরে প্রশ্নটি গভীরভাবে বিবেচনা করা যায়।"

২১) এটা ঠিক যে সরকারি দাতব্য সংস্থা চিরস্থায়ী এবং আদালত একটি দাতব্য সংস্থার অভিভাবক। মামলার পুরো ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে, [মনে রাখবেন যে বাদীরা একটি প্রাথমিক মামলা করেছেন। অতএব, মামলাটি প্রতিষ্ঠার জন্য এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ছুটি প্রত্যাহার করা যাবে না। সেই অনুযায়ী বিষয়টির উত্তর দেওয়া হয়। "

৭) ২০১৩ সালের সিভিল রিভিশন হিসেবে ২০১৩ সালের সি. আর. পি. (পি. ডি.) নামে আরেকটি মামলা দায়ের করে আবেদনকারীরা তাদের দুই ছেলে সহ একটি ডিক্রি চেয়েছিলেন যাতে ঘোষণা করা হয় যে, তারিখের সম্পূরক দলিলের অধীনে করা সংশোধনীকে বাতিল ও অবৈধ ঘোষণা করা হবে। আমরা বর্তমানে ২০১৩ সালের উক্ত ও. এস. নং. ১৪১৫-এর সাথে আবদ্ধ নই।

৮) হাইকোর্ট তার রায় এবং ৩০.০৪.২০১৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উপরোক্ত দেওয়ানি পুনর্বিবেচনার অনুমতি দিয়েছিল এই আবেদনটি গ্রহণ করে যে মামলাটি মূলত আবেদনকারীদের ব্যক্তিগত অধিকারকে সমর্থন করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল এবং বিধির ৯২ ধারার অধীনে অনুমতি মঞ্জুর করা যায়নি। হাইকোর্ট দ্বারা এটি নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ

২২) উপরোক্ত রায় থেকে এটা স্পষ্ট যে, দেওয়ানী কার্যবিধির ৯২ ধারার অধীনে বিধানের মূল উদ্দেশ্য হল পাবলিক ট্রাস্ট বা দাতব্য বা ধর্মীয় প্রকৃতির কোনও প্রতিষ্ঠানকে তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা

মামলার মাধ্যমে হয়রানির শিকার হওয়া থেকে সুরক্ষা প্রদান করা এবং আদালতগুলি এটিও দেখতে চায় যে আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বাসভঙ্গের মামলা আছে অথবা মামলায় উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে আদালতের নির্দেশনা পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যদি বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ প্রমাণিত না হয় এবং মামলার ভিত্তি ব্যক্তিগত অধিকারের উপর ভিত্তি করে হয়, তাহলে দেওয়ানী কার্যবিধির ৯২ ধারার অধীনে ছুটি মঞ্জুর করা যাবে না। একইভাবে, আদালত বাদী যে উদ্দেশ্যে মামলা দায়ের করেছেন তার উপরও বাদী যে ক্ষমতায় মামলা করেছেন তা বিবেচনা করতে পারে। মামলাটি জনসাধারণের অধিকারকে সমর্থন করছে বলে ধারণা করে কেবল বৈধতার রঙ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, তবে ছুটি মঞ্জুর করা যাবে না। সর্বোচ্চ আদালতের রায় থেকে কেবল অভিযোগের অভিযোগটিই প্রথম নজরে খতিয়ে দেখা উচিত যে মামলাটি ধারা ৯২-এর আওতায় পড়ে কিনা।

২৩. উপরোক্ত নিষ্পত্তিকৃত অবস্থানের আলোকে এখন দেখতে হবে যে মামলাটি জনসাধারণের অধিকার নাকি ব্যক্তিগত অধিকারকে সমর্থন করার জন্য দায়ের করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে ট্রাস্ট একটি দাতব্য ট্রাস্ট। মামলার অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে মামলাটি ব্যক্তিগত অধিকার নাকি জনসাধারণের অধিকারকে সমর্থন করার জন্য। মামলার ৫ নম্বর অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ পর্যালোচনা করলে, বাদীর যুক্তি হল যে দ্বিতীয় বিবাদী একটি হাসপাতাল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে প্রথম বাদী তার পেশা চালিয়ে যেতে পারেন। তবে, হাসপাতালটিকে একটি দাতব্য হাসপাতাল হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল। মামলার ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বাদীর যুক্তি হল যে প্রথম বাদী তার পরামর্শ এবং সমাজের মানুষের সেবা করার জন্য ভর্তি রোগীদের চিকিৎসা নিতে পারবেন। ২০০৩ এবং ২০০৪ সাল পর্যন্ত বাদী হাসপাতালের প্রশাসন দেখাশোনা করছিলেন। অনুচ্ছেদ ১১ এবং ১২-এ বলা হয়েছে যে চতুর্থ বিবাদী কীভাবে ট্রাস্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং অনুচ্ছেদ ১৩-এ বলা হয়েছে যে চতুর্থ বিবাদী ধীরে ধীরে ক্ষমতা দখল করে জয়েন্ট ম্যানেজিং ট্রাস্টি হয়ে ওঠে, যদিও ২০০৩-২০০৪ সাল পর্যন্ত মামলার শুনানিকারী হাসপাতালের প্রশাসন দেখাশোনা করছিলেন। অনুচ্ছেদ ১৩-এ আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে চতুর্থ বিবাদী বিবাদী ২ এবং ৩-কে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে দেয়নি। অনুচ্ছেদ ১৪-এ বলা হয়েছে যে চতুর্থ বিবাদী নগদ অর্থে ভাড়ার কিছু অংশ গ্রহণ করছে এবং তা তার ব্যয়ের জন্য ব্যবহার করছে। অভিযোগের অনুচ্ছেদ ১৫-এ বাদীর যুক্তি হল যে চতুর্থ বিবাদী প্রথম বাদীর চিকিৎসা অনুশীলনের উদ্দেশ্যে তৈরি হাসপাতালের বিষয়গুলি দেখাশোনা করছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, এই অভিযোগটি পূর্ববর্তী দাবির বিপরীত যে তিনি

২০০৩-২০০৪ সালে হাসপাতাল পরিচালনা করছিলেন। সম্পূর্ণ আবেদনপত্র থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, আসামীরা - তৃতীয় আসামীর মেয়ে এবং স্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং - ০৯.০৮.২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকের জন্য ২৩.০৭.২০১২ তারিখের যোগাযোগের মাধ্যমে একটি এজেন্ডাও প্রচারিত হয়েছিল।

৯) হাইকোর্টের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করে এই আপিলের ক্ষেত্রে, আমরা আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী জনাব কে.ভি. বিশ্বনাথন এবং বিবাদীদের পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী জনাব গুরু কৃষ্ণ কুমারের বক্তব্য শুনেছি।

১০) বিষয়টির সাথে জড়িত মূল বিষয় হল আপিলকারীদের বিচারিক আদালত কর্তৃক কোডের ৯২ ধারার অধীনে যথাযথভাবে ছুটি দেওয়া হয়েছিল কিনা। আমরা শুরুতেই ধারা ৯২-এর প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি উদ্ধৃত করতে পারি,

যা নিম্নলিখিত প্রভাব ফেলে:-

"৯২. পাবলিক চ্যারিটিজ।–(১) দাতব্য বা ধর্মীয় প্রকৃতির জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তৈরি কোনও স্পষ্ট বা গঠনমূলক ট্রাস্টের লঙ্ঘনের অভিযোগের ক্ষেত্রে, অথবা যেখানে আদালতের নির্দেশনা এই ধরণের কোনও ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়, তখন অ্যাডভোকেট-জেনারেল, অথবা ট্রাস্টে স্বার্থসম্পন্ন এবং আদালতের অনুমতি প্রাপ্ত দুই বা ততোধিক ব্যক্তি, মূল এখতিয়ারের প্রধান দেওয়ানি আদালতে বা রাজ্য সরকার কর্তৃক এই পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনও আদালতে, যার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ট্রাস্টের বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ বা কোনও অংশ অবস্থিত, একটি ডিক্রি পেতে মামলা দায়ের করতে পারেন -

(ক) যেকোনো ট্রাস্টি অপসারণ;

(খ) নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ;

(গ) ট্রাস্টির কাছে যেকোনো সম্পত্তি ন্যস্ত করা;

(গগ) অপসারণ করা ট্রাস্টি বা ট্রাস্টি থাকা বন্ধ করে দেওয়া ব্যক্তিকে নির্দেশ দেওয়া, তার দখলে থাকা কোন ট্রাস্ট সম্পত্তির দখল ঐ সম্পত্তির মালিকানা পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা;

(ঘ) হিসাব এবং অনুসন্ধানের নির্দেশ দেওয়া;

(ঙ) ট্রাস্ট সম্পত্তির কত অংশ বা তার স্বার্থ ট্রাস্টের কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হবে তা ঘোষণা করা;

(চ) ট্রাস্ট সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা যেকোনো অংশকে ইজারা, বিক্রয়, বন্ধক বা বিনিময়ের জন্য অনুমোদন দেওয়া;

(ছ) কোনও পরিকল্পনা নিষ্পত্তি করা; অথবা

(জ) মামলার প্রকৃতি অনুসারে অতিরিক্ত বা অন্যান্য প্রতিকার প্রদান করা।

(২) ধর্মীয় দান আইন, ১৮৬৩ (১৮৬৩ সালের ২০) অথবা ১ নভেম্বর, ১৯৫৬ সালের অব্যবহিত পূর্বে খণ্ড খ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলিতে বলবৎ কোনও সংশ্লিষ্ট আইন দ্বারা বিধান ব্যতীত, উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত প্রতিকার দাবি করে কোনও মামলা দায়ের করা হবে না, যেটি উক্ত উপ-ধারার বিধানগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে, এতে উল্লেখিত কোনও ট্রাস্টের ক্ষেত্রে দায়ের করা হবে না।

(৩) ....."

১১) ধারা ৯২ (১)-এর পরিধি বিবেচনা করার সময়, যা তখন বিদ্যমান ছিল, এই আদালতের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ চেয়ারম্যান মাদপ্পা বনাম এম. এন. মহান্তাদেভারু এবং অন্যান্যদের মামলায় নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেঃ -

"... ধারা ৯২(১) দুটি শ্রেণীর মামলার বিধান করে, যথা, (i) যেখানে দাতব্য বা ধর্মীয় প্রকৃতির জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তৈরি ট্রাস্টে বিশ্বাসভঙ্গ হয়, এবং (ii) যেখানে আদালতের নির্দেশনা এই ধরণের কোনও ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। ধারা ৯২(১) এর মূল উদ্দেশ্য হল দাতব্য বা ধর্মীয় প্রকৃতির পাবলিক ট্রাস্টগুলিকে তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা দ্বারা হয়রানির শিকার হওয়া থেকে সুরক্ষা প্রদান করা। এই কারণেই এটি বিধান করে যে এই ধারার অধীনে মামলা কেবলমাত্র অ্যাডভোকেট জেনারেল, অথবা ট্রাস্টে আগ্রহী দুই বা ততোধিক ব্যক্তি অ্যাডভোকেট জেনারেলের লিখিত সম্মতিতে দায়ের করতে পারবেন। উদ্দেশ্য স্পষ্টতই হল যে অ্যাডভোকেট জেনারেল ধারা ৯২ এর অধীনে মামলা দায়ের করার জন্য বা তার সম্মতি দেওয়ার আগে, তিনি নিজেকে সন্তুষ্ট করবেন যে ট্রাস্টের প্রতিটির মধ্যে একটি প্রাথমিক মামলা আছে অথবা আদালতের নির্দেশনা পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ধারা ৯২(১) এর অধীনে মামলায় চাওয়া প্রতিকারগুলি সেই ধারায় নির্দেশিত এবং এর মধ্যে রয়েছে যে কোনও ট্রাস্টিকে অপসারণ, নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ, ট্রাস্টির কোন সম্পত্তি, একজন অপসারণকৃত ট্রাস্টি বা ট্রাস্টি থাকা বন্ধ করে দেওয়া ব্যক্তিকে তার দখলে থাকা ট্রাস্ট সম্পত্তির দখল এই সম্পত্তির মালিকানা পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেওয়া, হিসাব এবং অনুসন্ধানের নির্দেশ দেওয়া, ট্রাস্ট-সম্পত্তির কত অংশ বা এর মধ্যে স্বার্থ ট্রাস্টের কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য বরাদ্দ করা হবে তা ঘোষণা করা,

---

[২] (১৯৬৬) ২ এসসিআর ১৫১

ট্রাস্ট-সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা কোনও অংশের ইজারা, বিক্রয়, বন্ধক বা বিনিময়ের অনুমোদন দেওয়া, অথবা কোনও পরিকল্পনার নিষ্পত্তি করা। এই ত্রাণের প্রকৃতি দেখাবে যে যখন বিশ্বাসভঙ্গ হয় বা যখন ট্রাস্টের প্রশাসন সাধারণত উন্নতির প্রয়োজন হয় তখন ধারা ৯২ এর অধীনে মামলা দায়ের করা যেতে পারে। ... ..."

১২) এইভাবে বর্ণিত আইনের বিবৃতিটি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল

ক) বিশ্বনাথ এবং আরেকজন বনাম শ্রী ঠাকুর রাধাবল্লভজী এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মামলা। [৩]

"এটা আইনত প্রতিষ্ঠিত যে দেওয়ানি কার্যবিধির ৯২ ধারা প্রয়োগ করতে হলে ৩টি শর্ত পূরণ করতে হবে, যথা, (১) ট্রাস্টটি দাতব্য বা ধর্মীয় প্রকৃতির জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে; (২) ট্রাস্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশ্বাসভঙ্গ হয়েছে অথবা আদালতের নির্দেশ প্রয়োজন; এবং (৩) দাবি করা প্রতিকার হল–এতে উল্লিখিত প্রতিকারগুলির মধ্যে একটি বা অন্যটি। ৩টি শর্তের মধ্যে যেকোনো একটি পূরণ না হলে, মামলাটি উক্ত ধারার আওতার বাইরে পড়ে। ... ..."

খ) সুগ্রা বিবি বনাম হাজী কুম্মু মিয়া মামলায় [৪]

"এটা স্পষ্ট যে এই ধারার কোনও প্রয়োগ নেই যদি না তিনটি শর্ত পূরণ হয়: (১) মামলাটি অবশ্যই একটি জনসাধারণের দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা ধর্মীয় ট্রাস্টের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে, (২) মামলাটি অবশ্যই বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগের ভিত্তিতে তৈরি হতে হবে অথবা ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য আদালতের নির্দেশ প্রয়োজন, এবং (৩) দাবি করা প্রতিকারগুলি হল সেইগুলি যা ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে।"

১৩) অতএব, কোডের ধারা ৯২ প্রয়োগ করার জন্য এবং উক্ত ধারার অধীনে একটি মামলা বজায় রাখার জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে, যথা,

(i) প্রশ্নবিদ্ধ ট্রাস্টটি দাতব্য অথবা ধর্মীয় প্রকৃতির জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে;

(ii) এই ধরনের ট্রাস্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশ্বাসভঙ্গ হয়েছে অথবা আদালতের নির্দেশ প্রয়োজন; এবং

(iii) দাবি করা প্রতিকার হল উক্ত ধারায় তালিকাভুক্ত প্রতিকারগুলির মধ্যে একটি বা অন্যটি।

---

৩ (১৯৬৭)২ এস সি আর ৬১৮

৪(১৯৬৯) ৩ এস সি আর ৮৩

ফলস্বরূপ, যদি এই তিনটি শর্তের মধ্যে যে কোনও একটি সন্তুষ্ট না হয়, তবে 'বিষয়টি উক্ত ধারা ৯২-এর আওতার বাইরে থাকবে।

১৪) তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, এটি স্বীকার করা হয় যে সংশ্লিষ্ট ট্রাস্ট দাতব্য প্রকৃতির জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। এই বিষয়টি কোনও সন্দেহের ঊর্ধ্বে। দ্বিতীয় শর্তের ক্ষেত্রে, অভিযোগের ২১ অনুচ্ছেদে একটি মামলা করা হয়েছে যে একটি সরকারী দাতব্য ট্রাস্ট একটি বেসরকারী পারিবারিক ট্রাস্ট হিসাবে চালানো হচ্ছে; যে ট্রাস্টের উদ্দেশ্য উপেক্ষা করা হচ্ছে; এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে ট্রাস্টের প্রশাসনের জন্য একটি যথাযথ প্রকল্প গঠনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। দ্বিতীয় শর্তটিও সন্তুষ্ট।

তৃতীয় শর্তের ক্ষেত্রে, অনুরোধ করা ত্রাণগুলি বৈচিত্র্যময় যার মধ্যে রয়েছে প্রশাসনের একটি যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন, নির্দিষ্ট ট্রাস্টি অপসারণ এবং চিকিৎসা পেশা থেকে এবং জনসাধারণ থেকে এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ত্রাণের জন্য নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ। এটি সত্য যে ত্রাণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি ত্রাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেখানে প্রথম বাদীকেও ট্রাস্টের যথাযথ ও কার্যকর প্রশাসনের জন্য চিকিৎসা পেশার অন্যান্য ট্রাস্টি এবং জনসাধারণের সাথে ট্রাস্টি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সুতরাং, একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এই ধরনের স্বস্তি এবং অভিযোগের অন্যান্য অভিযোগগুলি বিষয়টিকে আইনের ৯২ ধারার আওতার বাইরে নিয়ে যাবে কি না।

১৫) সুগ্রা বিবিতে [৫] ওয়াকফ মূলত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল এবং মামলায় অন্য যে ত্রাণগুলির জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল, সেগুলি হল ১) মুতওয়াল্লির পদ থেকে উত্তরদাতা কে অপসারণ এবং বাদী পুত্রকে তার জায়গায় নিয়োগের জন্য এবং ২) উক্ত পুত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করা পর্যন্ত একজন রিসিভার নিয়োগের জন্য। এই তথ্যগুলি বিবেচনা করার সময় যেখানে ওয়াকফ সৃষ্টি যথেষ্ট পরিমাণে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, এই আদালত মন্তব্য করেছেঃ

"... ... ওয়াকফ ৯২ ধারার দেওয়ানি কার্যবিধির আওতায় পড়বে কিনা তা নির্ধারণের জন্য সঠিক পরীক্ষা হলো পরীক্ষা করা যে ওয়াকফ মূলত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে কিনা। বর্তমান মামলার পরীক্ষাটি প্রয়োগ করে, আমরা মনে করি যে ১৮ নভেম্বর, ১৯৩৬ সালে হাজী এলাহী বক্স কর্তৃক তৈরি ওয়াকফ ৯২ ধারার আওতায় পড়ে। এই মতামত কলকাতা হাইকোর্টের এস. মসিরাত হোসেন বনাম হোসেন আহমদ চৌধুরী মামলার সিদ্ধান্ত থেকে প্রমাণিত হয়। মামলাটি একটি ওয়াকফ সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত, যার নিট বার্ষিক আয় ছিল

প্রায় ১৩০০ টাকা এবং এর মধ্যে ৩৫৩ টাকা দাতব্য বা ধর্মীয় প্রকৃতির জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আলাদা করা হয়েছিল। বিজ্ঞ বিচারকরা রায় দিয়েছিলেন যে, এই পরিমাণ কোনওভাবেই তুচ্ছ নয় অথবা জনসাধারণের পক্ষে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান ছিল না এবং ফলস্বরূপ মামলাটি ৯২ ধারার অধীনে বহাল রাখা সম্ভব ছিল। বৈদ্যনাথ আইয়ার বনাম স্বামীনাথ আইয়ার মামলায় বিচারিক কমিটির রায়ের সমর্থনে হাইকোর্ট তার সিদ্ধান্তের সমর্থনে নির্ভরতা স্থাপন করে। যেখানে ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা তার উইলের মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তার সম্পত্তির আয়ের দুই-তৃতীয়াংশ তার স্ত্রীর কাছে যাবে এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশ প্রথমে কিছু ঋণ পরিশোধের জন্য এবং তারপরে দরিদ্রদের খাওয়ানোর জন্য একটি ছাত্রম প্রতিষ্ঠার জন্য যাবে। আরও একটি বিধান ছিল যে স্ত্রীর মৃত্যুর পরে, তাকে প্রদত্ত আয়ের দুই-তৃতীয়াংশ দাতব্য কাজে এবং এক-তৃতীয়াংশ পরিবারের সদস্যদের জন্য ব্যয় করা হবে। এই তথ্যের ভিত্তিতে বিচারিক কমিটি আদালতের সিদ্ধান্তের সাথে একমত যে এইভাবে প্রতিষ্ঠিত ছাত্রম একটি পাবলিক ট্রাস্ট ছিল।

প্রার্থিত প্রতিকারের প্রেক্ষাপটে, "মামলাটি জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ট্রাস্টের অধিকার প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠার জন্য দাখিল করা হয়নি, বরং কোনও ব্যক্তিগত অধিকারের লঙ্ঘনের প্রতিকার বা আপিলকারীর ব্যক্তিগত অধিকারকে প্রতিফলিত করার জন্য", এই দাবীটি নিম্নরূপ বিবেচিত হয়েছিল:-

"... ...প্রার্থিত প্রতিকারগুলি হল: (১) বিবাদীকে মুতওয়াল্লির পদ থেকে অপসারণ এবং আপিলকারীর পুত্র সোলেমানকে তার স্থলে মুতওয়াল্লি হিসেবে নিয়োগ করা, এবং (২) যতক্ষণ না উক্ত সোলেমান ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার জন্য একজন রিসিভারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। এটা সত্য যে মামলাটি ধর্মীয় বা দাতব্য প্রকৃতির জনসাধারণের ট্রাস্টের সাথে সম্পর্কিত এবং দাবি করা প্রতিকারগুলি ধারা ৯২-এর দেওয়ানি কার্যবিধির উপ-ধারা (১) এর ধারা (ক) থেকে (জ) এর মধ্যে পড়ে, যদি না মামলাটি জনসাধারণের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের হয়। জনসাধারণের জন্য এবং কেবল বাদীর ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত অধিকারের প্রতিপাদনের জন্য নয়। যেমনটি বলেছেন উড্রোফ, জে. বুদ্রিদাস বনাম চুনিলাল[৭]-

"এটা স্পষ্ট যে অ্যাটর্নি জেনারেল, কালেক্টর বা অন্যান্য সরকারি আধিকারিক শুধুমাত্র জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মামলা করতে পারেন এবং করতে পারেন,

---

১৯২৩-২৪) ৫১ আই.এ. ২৮২

৭ আই.এল.আর. ৩৩ ক্যাল. ৭৮৯

এবং যদি, এই কর্মকর্তাদের পরিবর্তে, ট্রাস্টে স্বার্থসম্পন্ন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি তাদের সম্মতিতে মামলা করে, তাহলে তারা ট্রাস্টের উদ্দেশ্য হিসেবে জনসাধারণকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একটি ওয়ারেন্টের অধীনে মামলা করে। এর থেকে বোঝা যায় যে, যখন কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তি জনসাধারণের সাধারণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য মামলা করেন না, যার তারা সদস্য বা সদস্য, বরং তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত অধিকারের একটি নির্দিষ্ট লঙ্ঘনের প্রতিকারের জন্য, মামলাটি ধারার মধ্যে পড়ে না বা এর আওতায় আনার প্রয়োজন নেই।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ আপ্পান্না বনাম নরসিংগনা মামলায় এই নীতিটি গ্রহণ করে। সেই মামলায়, একটি পাবলিক ধর্মীয় ট্রাস্টের একজন ট্রাস্টি অ্যাকাউন্টের জন্য একজন সহ-ট্রাস্টির বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন এবং পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ সিদ্ধান্ত নেন যে এটি দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ৯২ এর মধ্যে পড়ে না, দাবিটি ছিল বাদীর ট্রাস্টি হিসেবে তার সহ-ট্রাস্টিদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগ করা। মাদ্রাজ হাইকোর্ট তিরুমালাই-তিরুপতি ইভাস্থানমস কমিটি বনাম উদিয়ার কৃষ্ণায়্য শানভাগল [৯] মামলায় একই মতামত গ্রহণ করে। এই মামলায় একটি পাবলিক মন্দিরের সাধারণ ট্রাস্টিরা ট্রাস্টিদের বিরুদ্ধে অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা দায়ের করেন যা ট্রাস্টিরা অ্যাকাউন্ট এবং তদন্ত পরিচালনার জন্য একটি ডিক্রির জন্য প্রার্থনা করে পূর্বের পক্ষে সংগ্রহ করেছিলেন। এটি ধরা হয়েছিল যে অর্থ সংগ্রহের অধিকার দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ৯২ এর সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং মামলাটি প্রতিষ্ঠার জন্য অ্যাডভোকেট-জেনারেলের কোনও অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল না। আদালতের রায় প্রদানকারী লিচ, প্রধান বিচারপতি নিম্নলিখিতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"বর্তমান মামলায় বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তি শোনার পর আমরা শানমুখম চেট্টি বনাম গোবিন্দ চেট্টি [১০]-এ বলা কোনও কিছুর সাথে দ্বিমত পোষণ করার কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি না। অন্যদিকে, আমরা ভারদাচারিয়ার, জে.-এর মতামতের সাথে সম্পূর্ণ একমত যে, মামলাটি ধারা ৯২ -এর মধ্যে পড়ে কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, আদালতকে অবশ্যই ত্রাণ ছাড়িয়ে যেতে হবে এবং বাদীরা যে ক্ষমতায় মামলা করছেন এবং যে উদ্দেশ্যে মামলাটি করা হয়েছে তা বিবেচনা করতে হবে।আবদুর রহিম বনাম মোহাম্মদ বরকত আলী মামলায় প্রিভি কাউন্সিলের রায় জানকি বাই বনাম তিরুচিত্রাম্বালা বিনায়কর মামলায়

আই.এল.আর. ৪৫ ম্যাড ১১৩

৯ আই.এল.আর. [১৯৪৩] ম্যাড ৬১৯

১০ আই.এল.আর. ১৯৩৮ ম্যাড ৩৯

১১ (১৯২৭) আই.এল.আর. ৫৫ ক্যাল. ৫১৯ (পি.সি.)

বেঞ্চের মতামতের প্রতি কোনও সমর্থন দেয় না।

এই কর্তৃপক্ষগুলিতে বর্ণিত নীতি প্রয়োগ করে, আমাদের মতামত হল যে বর্তমান মামলায় আপিলকারীর দ্বারা আনা মামলাটি ওয়াকফের সকল সুবিধাভোগীর পক্ষে প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে তার দ্বারা আনা মামলা হিসাবে বিবেচিত হবে। যেমনটি আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি, হাজী এলাহী বক্স কর্তৃক তৈরি ওয়াকফটি ছিল দাতব্য বা ধর্মীয় প্রকৃতির জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তৈরি একটি ওয়াকফ। মামলায় আপিলকারীর দ্বারা দাবি করা ত্রাণগুলি কোনও ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগের জন্য নয় বরং বিবাদীকে ট্রাস্টি হিসেবে অপসারণ এবং তার স্থলে একজন নতুন ট্রাস্টি নিয়োগের জন্য ত্রাণ। আপিলকারীর দ্বারা চাওয়া ত্রাণগুলি দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ৯২ (১) এর (ক) এবং (খ) ধারার মধ্যে পড়ে এবং আপিলকারীর দ্বারা দাবি করা এই ত্রাণগুলি ইঙ্গিত দেয় যে মামলাটি আপিলকারী কর্তৃক - ব্যক্তিগতভাবে নয় বরং ওয়াকফ সম্পত্তির সমস্ত সুবিধাভোগীর প্রতিনিধিত্ব করে - দায়ের করা হয়েছিল। ... ... ”

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৬) এইভাবে, যদিও ত্রাণগুলি 'সুগ্রা বিবি'[১২]-তে 'মুতওয়াল্লি'-র পদ থেকে বিবাদীকে অপসারণ, বাদী পুত্রের নিয়োগ এবং রিসিভার নিয়োগের জন্য অনুরোধ করেছিল, এই আদালত খুঁজে পেয়েছে যে মামলাটি বাদী প্রতিনিধি হিসাবে এনেছিলেন।

বর্তমান মামলায়, আপিলকারী নং ১-প্রথম বাদী, একজন যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসা পেশাদার হিসেবে, ট্রাস্টের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং যা অভিযোগ করা হচ্ছে তা হল আপিলকারীদের ট্রাস্টি বোর্ড থেকে অপসারণ করা হয়েছে এবং বর্তমান ট্রাস্টিদের কেউই চিকিৎসা পেশার নন। এই প্রেক্ষাপটে মূল ত্রাণ প্রার্থনা করে একটি সঠিক প্রশাসনিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং ট্রাস্টের সঠিক ও কার্যকর প্রশাসনের জন্য চিকিৎসা পেশা এবং জনসাধারণের কাছ থেকে ট্রাস্টি নিয়োগ করা। "প্রথম বাদী সহ" অভিব্যক্তিটি এই প্রেক্ষাপটে বোঝা উচিত যে প্রথম বাদী, একজন যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসা পেশাদার হিসেবে, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ট্রাস্টের সাথে যুক্ত ছিলেন কিন্তু এখন তা বাতিল করা হয়েছে। যে ত্রাণের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছিল তা প্রথম বাদীর ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার প্রকৃতির বলা যাবে না। যে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছিল তা প্রথম বাদীর ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার প্রকৃতির বলা যাবে না। যা প্রার্থনা করা হয়েছিল তা ছিল একটি সঠিক প্রশাসনিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য যাতে সাধারণ জনগণের জন্য চিকিৎসা এবং সম্পর্কিত পরিষেবাগুলি উপলব্ধ করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্টটি তার সমস্ত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে

---

১২ (১৯৩৫) আই.এল.আর. ৫৮ মাদ্রাজ ৯৮৮ (এফ.বি.)

এবং এমন ট্রাস্টিদের মাধ্যমে অর্জন করতে পারে যারা এই ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্য যথেষ্ট যোগ্য।

১৭) এইভাবে দেখা যায়, উপরে উদ্‌ধৃত অনুচ্ছেদ ২১-এ ট্রায়াল কোর্ট যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে তা বেশ সঠিক ছিল এবং বিষয়টি হাইকোর্টের কোনও হস্তক্ষেপের দাবি করেনি। এটা সত্য যে অভিযোগের কিছু অনুচ্ছেদ অভিযোগের ইঙ্গিত দেয় যে আপিলকারীকে সম্পূর্ণরূপে পাশে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল যখন ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণ প্রাক্তন আসামীদের হাতে ছিল। অভিযোগগুলি তুলে ধরে যে ট্রাস্টটি সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছিল না, চিকিৎসা পেশাদারদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল না এবং তহবিল পাচার হচ্ছিল। তবে, মামলার ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং মূল প্রতিকার থেকে স্পষ্টতই বিষয়টির সারমর্ম হল, যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছিল তা হল জনসাধারণের অধিকার। যদি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাকারী একটি ট্রাস্টের ক্ষেত্রে, ট্রাস্টের সঠিক ও কার্যকর প্রশাসনের জন্য চিকিৎসা পেশার ট্রাস্টি এবং জনসাধারণের কাছ থেকে ট্রাস্টি নিয়োগ করে প্রশাসনের একটি যথাযথ পরিধি তৈরির জন্য অনুরোধ করা হয়, তাহলে বিষয়টি অবশ্যই বিধির ৯২ ধারার আওতায় আসবে।

১৮) এই পরিস্থিতিতে, আমরা এই আপিলটি মঞ্জুর করছি, হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত মতামতকে বাতিল করছি এবং জেলা আদালত কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত পুনরুদ্ধার করছি। খরচ সম্পর্কিত কোনও আদেশ ছাড়াই আপিলটি মঞ্জুর করা হয়েছে।

দিব্যা পান্ডে

আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal